যুগান্তর

তারিখ ... 23 MAY 2013 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ছাত্রলীগ— আর কত?

ছাত্র সংগঠনের বেআইনি কর্মকাণ্ড বন্ধে রাজনৈতিক দলগুলোর দায়িত্বও কম নয়।

আবারও খবরের শিরোনাম হয়েছে ছাত্রলীগ। সিলেট এমসি কলেজ ক্যাম্পাসে রোববার ছাত্রলীগের দুই পক্ষের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। জানা যায়, কলেজের শিক্ষাপ্রকৌশল বিভাগের উন্নয়ন কাজে চাঁদা দাবি করার অভিযোগে জেলা ছাত্রলীগের সভাপতিকে বহিষ্কার করা হয়। বহিষ্কৃত সভাপতি ও তার সমর্থকরা ক্যাম্পাসে অবস্থান নিতে গেলে জেলা ছাত্রলীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ও তার সমর্থকদের সঙ্গে সংঘর্ষের সূত্রপাত ঘটে। সংঘর্ষে গুলিবিনিময়ও হয়েছে। উভয়পক্ষে আহত হয় বেশ কয়েকজন। বন্দুকযুদ্ধ চলাকালীন সংবাদ সংগ্রহ করতে গেলে সংবাদকর্মীদের মারধর ও ক্যামেরা ভাংচুর করে ক্যাডাররা। সাংবাদিকদের ওপর চড়াও হওয়া একজন ক্যাডারকে পুলিশ আটক করলেও অন্য ক্যাডাররা তাকে ছিনিয়ে নেয়। এসবের পাশাপাশি একজন সাংবাদিককে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপানোর ঘটনায় সিলেটের সংবাদকর্মীদের মধ্যে চরম অসন্তোষ বিরাজ করছে।

পেশাগত দায়িত্ব পালনের সময় সংবাদকর্মীদের নিগৃহীত হওয়ার ঘটনা নতুন নয়। তবে উদ্বেগের বিষয়, দেশে এ ধরনের ঘটনা ক্রমেই বাড়ছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও এটি ছড়িয়ে পড়ছে। সংবাদকর্মীরাও এখন ছাত্রলীগের টার্গেট হচ্ছেন, এটি উদ্বেগজনক। অবশ্য তারা যে রকম বেপরোয়া হয়ে উঠেছে, তাতে এটা অস্বাভাবিক নয়। পুরান ঢাকায় দিনদুপুরে নিরীহ পথচারী বিশ্বজিৎকে কুপিয়ে খুন করার পর সবাই আশা করেছিল, এবার অন্তত ছাত্রলীগকে নিয়ন্ত্রণ করা হবে। কিন্তু সে আশায় গুড়েবালি। এমসি কলেজের ঘটনা বলে দিচ্ছে, এ ব্যাপারে দল বা সরকারের কোন মাথাব্যথা নেই।

বস্তুত এমন কোন দিন নেই, যেদিন দেশের কোন না কোন জায়গা থেকে ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীদের দুষ্কর্মের খবর পাওয়া যায় না। ঢাকা-বুয়েট-জগন্নাথ-জাহাঙ্গীরনগর-রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রায়ই লোমহর্ষক সব ঘটনা ঘটাচ্ছে ছাত্রলীগ। প্রকৃতপক্ষে এ পরিস্থিতির জন্য দায়ী আমাদের ছাত্র রাজনীতির বর্তমান ধারা। লেজুড়বৃত্তির ছাত্র রাজনীতির কারণে কোন দল ক্ষমতাসীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের সমর্থিত ছাত্র সংগঠনের দৌরাত্ম্য বেড়ে যায়। বিশেষ করে নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর থেকে ধারাবাহিকভাবে এ প্রবণতা দেখে আসছি আমরা। যখন যে দল ক্ষমতাসীন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাদের সমর্থিত ছাত্র সংগঠনের আধিপত্য যেন অবধারিত। বলাবাহুল্য, এ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা হয় অস্ত্র ও পেশিশক্তি বলে। এজন্য ক্যাম্পাসে বারবার রক্ত ঝরলেও সরকার বা প্রশাসনের এদিকে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোয় দীর্ঘদিন ছাত্র সংসদ নির্বাচন না হওয়াটাও ক্যাম্পাসে বারবার অপ্রীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টির একটি বড় কারণ। এজন্য প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়সহ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অবিলম্বে ছাত্র সংসদ নির্বাচন দেয়া দরকার। ছাত্র সংগঠনের বেআইনি কর্মকাণ্ড বন্ধে রাজনৈতিক দলগুলোর দায়িত্বও কম নয়। কেবল প্রকৃত শিক্ষার্থী ও মেধাবীদের হাতেই সংগঠনের নেতৃত্ব দেয়া উচিত। কেউ বেআইনি কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হলে তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষকে। কঠোর ব্যবস্থা নেয়া দরকার সংগঠন থেকেও।

সম্প্রতি সিলেটের এমসি কলেজ ক্যাম্পাসে যে অস্থিতিশীল পরিবেশ তৈরি হয়েছে, তা নিরসনে সরকার ও কর্তৃপক্ষ নিরপেক্ষতার প্রমাণ দেবে, এটাই কাম্য। বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলন থেকে শুরু করে জাতির যে কোন সংকট আর ক্রান্তিকালে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে ছাত্রলীগ একসময় যে সুনাম অর্জন করেছিল, তা আজ হারিয়ে ফেলেছে কিছু নেতা-কর্মীর অছাত্রসুলভ কর্মকাণ্ডের কারণে। সরকার এর দায় এড়াতে পারে না। ছাত্রলীগকে নিয়ন্ত্রণে আনতে সরকার আন্তরিকতার প্রমাণ দেবে, এটাই মানুষ দেখতে চায়।